কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ৫ তলা থেকে পড়ে নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু, মামলা দায়ের

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় নির্মাণাধীন একটি ভবনের ৫ তলা থেকে পড়ে রুবেল (৩০) নামের এক নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যু হয়েছে।

গত বুধবার দুপুরে হালিমা বেগম একাডেমির সামনে রথপাড়া এলাকায় গোলাম রহমান খানের নির্মাণাধীন ভবনে কাজ করার সময় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

নিহত রুবেল মিরপুর উপজেলার চিথলিয়া ইউনিয়নের মজলিসপুর গ্রামের আব্দুর রাজ্জাক আলীর ছেলে।

ঘটনার পর এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। একই সঙ্গে নির্মাণকাজে নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে স্থানীয়দের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছে। তাদের দাবি, ভবন নির্মাণে শ্রমিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে কঠোর নজরদারি জরুরি, যাতে ভবিষ্যতে এ ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো যায়।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, যথাযথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াই কাজ করার সময় অসাবধানতাবশত ছাদ থেকে নিচে পড়ে যান রুবেল। এতে ঘটনাস্থলেই তার মৃত্যু হয়। তিনি রাজমিস্ত্রীর সহকারী (হেলপার) হিসেবে কর্মরত ছিলেন।

এ বিষয়ে ভেড়ামারা থানার অফিসার ইনচার্জ (ওসি) জাহেদুর রহমান জানান, নিহতের মামা শাহাজাহান আলী বাদী হয়ে ভেড়ামারা থানায় একটি নিয়মিত মামলা দায়ের করেছেন। মামলা নম্বর-১৮। তিনি আরও জানান, ঘটনাটি তদন্ত করে প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ভেড়ামারায় ১০ বছরের মাদ্রাসা ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ, সুপার গ্রেপ্তার

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় জামিলাতুন্নেছা মহিলা মাদ্রাসার ১০ বছর বয়সী এক আবাসিক ছাত্রীকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে ওই মাদ্রাসার সুপার ও প্রতিষ্ঠাতা সাইদুর রহমানের বিরুদ্ধে।

বর্তমানে ভুক্তভোগী শিশুটি রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে আইসিইউতে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন রয়েছে।

ভুক্তভোগী শিশুটির পরিবার জানা গেছে, পার্শ্ববর্তী দৌলতপুর উপজেলার মরিচা ইউনিয়নের বাসিন্দা ওই শিশুটি প্রায় ৮ মাস আগে ভেড়ামারার চৈতন্য মোড়ে অবস্থিত জামিলাতুন্নেছা মহিলা মাদ্রাসায় ভর্তি হয়। মাদ্রাসাটির দ্বিতীয় তলায় আবাসিক ছাত্রী হোস্টেল এবং নিচতলায় সপরিবারে থাকতেন অভিযুক্ত সুপার সাইদুর রহমান। পুরো মাদ্রাসায় তিনিই একমাত্র পুরুষ শিক্ষক ছিলেন।

গত রোববার মাদ্রাসার ছুটির দিনে শিশুটির মা তাকে নিতে আসলে বিষয়টি জানাজানি হয়। শুরুতে সুপারের স্ত্রী শিশুটির অসুস্থতার (জ্বর) কথা বলে ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু হাসপাতালে নেওয়ার পর চিকিৎসকরা শিশুটির শারীরিক অবস্থার অবনতি দেখে দ্রুত তাকে রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরের পরামর্শ দেন।

ভুক্তভোগী শিশুটির মা কান্নায় ভেঙে পড়ে বলেন, “ভর্তির সময় এখানে ৪০-৪৫ জন ছাত্রী ছিল, এখন মাত্র ৭ জন আছে। ওরা আমার মেয়ের জীবন শেষ করে দিয়েছে। আমি এই নরপশুর কঠিন বিচার চাই।”

শিশুটির বাবা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, “কোরআন শেখার জন্য মেয়েকে মাদ্রাসায় দিয়েছিলাম। এমন সর্বনাশ যেন আর কারো না হয়। এরা পশুর চেয়েও জঘন্য।”

এদিকে অভিযুক্ত সাইদুর রহমান ও তার স্ত্রী বিষয়টি অস্বীকার করলেও স্থানীয়দের মাঝে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। এলাকাবাসীর প্রশ্ন, মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের কোনো দায় না থাকলে শিশুটি এমন

আশঙ্কাজনকভাবে অসুস্থ হলো কীভাবে?

এ বিষয়ে ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মুহাম্মদ জাহেদুর রহমান জানান, অভিযোগ পাওয়ার পরপরই অভিযুক্ত সাইদুর রহমানকে আটক করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে। তিনি আরও জানান, ঘটনার সঠিক তদন্ত করে দ্রুত প্রয়োজনীয় আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ভেড়ামারায় পুকুরে মিলল বৃদ্ধার গলা ও হাত-পা বাঁধা লাশ

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা উপজেলায় পুকুর থেকে একই ওড়না দিয়ে গলা ও হাত-পা বাঁধা অবস্থায় খায়রুন নেছা (৭৫) নামের এক বৃদ্ধার লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

আজ বৃহস্পতিবার সকালে ধরমপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর বানুতলা এলাকার একটি পুকুরে লাশ ভাসতে দেখে কিনারায় নিয়ে আসেন স্থানীয়রা।

পরে থানায় জানালে পুলিশ এসে খায়রুন নেছার লাশ উদ্ধার করে। তিনি ওই একই এলাকার মৃত জব্বার শেখের স্ত্রী।

পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, খায়রুন নেছার গলা ও দুই পা একই ওড়না দিয়ে বাঁধা ছিল। এ ছাড়া তাঁর এক চোখ দিয়ে রক্ত ঝরছিল। পায়ের স্যান্ডেল ও ভর দিয়ে চলাফেরা করা লাঠি পুকুরের পাড়ে পড়েছিল।

স্থানীয়দের ভাষ্যমতে, বৃদ্ধার তিন ছেলে ও এক মেয়ে রয়েছে। খায়রুন নেছা তাঁর মেজো ও ছোট ছেলের কাছে থাকতেন। ছেলের বউদের সঙ্গে ঝামেলা হলে মাঝেমধ্যেই অন্যত্র গিয়ে থাকতেন।

বৃদ্ধার মেয়ে মোছা. ফুলজান খাতুন বলেন, ‘আমার মায়ের লাশ একই ওড়না দিয়ে হাত-পা ও গলা বাঁধা ছিল। তাঁর লাশ পুকুরের মাঝখানে ভাসছিল। এটা কীভাবে সম্ভব হলো? কিছুই বুঝতে পারছি না। আমি এই ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ও জড়িতদের সর্বোচ্চ বিচার চাই।’

ভেড়ামারা থানার পরিদর্শক (তদন্ত) রাকিবুল ইসলাম বলেন, ‘পুকুর থেকে উদ্ধার বৃদ্ধার লাশ ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। ঘটনার তদন্ত চলছে। এ বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।’

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় অজ্ঞাত এক ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় একটি ধানক্ষেত থেকে অজ্ঞাত এক ব্যক্তির মুখ পোড়া, গলাকাটা ও বিবস্ত্র মরদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ।

বুধবার (২৬ নভেম্বর) সকালের দিকে কৃষকরা উপজেলার ধরমপুর ইউনিয়নের রামচন্দ্রপুর বিলে ধানক্ষেতে মরদেহটি দেখে পুলিশকে জানান।

স্থানীয়রা জানান, বুধবার সকালে প্রতিদিনের মতো তারা মাঠে ধান কাটতে যায়। এ সময় রামচন্দ্রপুর বিলে কৃষক মনিরের জমিতে তারা মধ্যবয়সি এক পুরুষের মুখ পোড়ানো, গলাকাটা ও বিবস্ত্র মরদেহ দেখতে পায়।

তারা জানান, ওই মানুষটিকে গতকাল মঙ্গলবার রাতেই হয়তো গলা কেটে হত্যা করা হয়েছে। পরে মরদেহটির মুখে আগুন দিয়ে পার্শ্ববর্তী ধানক্ষেতে দুর্বৃত্তরা ফেলে যায়। সকালে মরদেহ দেখে আতঙ্কিত কৃষকরা পুলিশে খবর দেন।

স্থানীয় কৃষক রাজা আলী বলেন, ‘সকালে আমি আমার জমিতে সার ও বীজ বুনতে এসেছিলাম। আমার ঠিক পাশের জমিতেই তাকিয়ে দেখি পুতুলের মতো কি যেন পড়ে আছে। কাছে গিয়ে দেখি, মধ্যবয়সি একজন মানুষের মুখ পোড়ানো, গলাকাটা ও বিবস্ত্র মরদেহ পড়ে আছে। পরে আমি কৃষক রুহুল শেখের মোবাইল থেকে পুলিশকে বিষয়টি জানিয়েছি।’

ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আবদুর রব তালুকদার বলেন, ‘মরদেহের পরিচয় শনাক্তের চেষ্টা চালাচ্ছি। আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর একাধিক টিম অপরাধী শনাক্তের কাজ করছে।’

ভেড়ামারায় সড়ক দুর্ঘটনায় স্ত্রীর মৃত্যু, পা হারালেন স্বামী

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ড্রাম ট্র্যাকের সাথে মোটর সাইকেলের মর্মান্তিক সড়ক দুর্ঘটনায় স্ত্রী’র মৃত্যু হয়েছে। সড়ক দুর্ঘটনায় পা হারালেন স্বামী রিমন হোসেন (২৪)।

নিহত তারিন হক রিতু (১৯) ভেড়ামারা উপজেলার বাহিরচর ইউনিয়নের ১৬দাগ মধ্য পাড়া এলাকার মৃত রাশেদুল হক রতনের মেয়ে।

ভেড়ামারা থানা ও এলাকাবাসী সুত্রে জানা গেছে, মঙ্গলবার সকাল ৮টার সময় মোটর সাইকেল যোগে কুষ্টিয়ার উদ্দেশে রওনা হয়। ভেড়ামারা- কুষ্টিয়া মাহাসড়কের ১২ মাইল নামকস্থানে ঘাতক ড্রাম ট্র্যাক মোটর সাইকেলকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলে তারিন হক রিতু’র মৃত্যু হয়।

তারিন হক রিতু’র স্বামী এক পা হারান। আহত তারিন হক রিতু’র স্বামী কে রাজশাহী মেডিকেল হাসপাতালে প্রেরণ করেন।

এদিকে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ভেড়ামারা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আব্দুর রব তালুকদার বলেন, সড়ক দুর্ঘটনায় ভেড়ামারার ১২ মাইল নামকস্থানে ঘাতক ড্রাম ট্র্যাক মোটর সাইকেলকে চাপা দিলে ঘটনাস্থলে তারিন হক রিতু’র মুত্যু হয়। তারিন হক রিতু স্বামী এক পা হারান।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় ভুয়া চিকিৎসকের তিন মাসের কারাদণ্ড

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় নিউরো মেডিসিন চিকিৎসকের ভুয়া পরিচয় দিয়ে চিকিৎসা করার দায়ে মেহেদী হাসান রাসেল নামে এক ভুয়া চিকিৎসককে তিন মাসের কারাদণ্ড প্রদান করা হয়েছে। একইসাথে ২০ হাজার টাকা জরিমানাও করা হয়।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে ভেড়ামারা পৌরসভার কোচ স্ট্যান্ডে অবস্থিত নিরাময় ডায়াগনস্টিক ও ক্লিনিকে অভিযান পরিচালনা করে ভ্রাম্যমাণ আদালতে তাকে এ জেল ও জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রফিকুল ইসলাম।

এ সময় সিভিল সার্জন ডা: আকুল উদ্দিন, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডা. মিজানুর রহমান ও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা যায়, ভেড়ামারা পৌরসভার কোচ স্ট্যান্ডে অবস্থিত নিরাময় ডায়াগনস্টিক ও ক্লিনিকে দীর্ঘদিন ধরে প্যারামেডিকেল চিকিৎসক মেহেদী হাসান রাসেল নিজেকে নিউরো মেডিসিন এমবিবিএস (রাজ) সিসিডি বারডেম, ডিপিএম (সিঙ্গাপুর) পিএইচডি ডেনমার্ক (নিউরো ও মেডিসিন) ডিগ্রিধারী চিকিৎসক পরিচয় দিয়ে চিকিৎসাসেবা দিয়ে আসছিলেন।

অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট রফিকুল ইসলাম ও সিভিল সার্জন আকুল উদ্দিন অভিযান চালিয়ে ওই ভুয়া এমবিবিএস চিকিৎসককে হাতে নাতে আটক করেন।

এ সময় মেহেদী হাসান রাসেল স্বীকার করেন তিনি প্যারামেডিকেল চিকিৎসক। এমবিবিএস এর কোনো সনদ নেই। পরে তাকে তিন মাসের কারাদণ্ড ও ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

ভ্রাম্যমাণ আদালতের বিচারক উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) রফিকুল ইসলাম বলেন, অভিযুক্ত মেহেদী হাসান রাসেল অন্য এক চিকিৎসকের নাম ও পদবী ব্যবহার করে চিকিৎসা দিচ্ছিলেন। সিভিল

সার্জনের দপ্তরে অভিযোগ গেলে যৌথ অভিযান চালানো হয়। এসময় অভিযুক্ত ব্যক্তি আর দোষ স্বীকার করায় তাকে এ কারাদণ্ড প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারাতে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও সহায়তা প্রদান

শেখ হাসিনা বাংলাদেশকে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছে বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ-এমপি।

তিনি বলেন, জাতির পিতা একটি অসাম্প্রদায়িক দেশের স্বপ্ন দেখেছিলেন। ক্ষুধামুক্ত, উন্নত ও আত্মমর্যাদাশীল দেশ হবে। যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশকে সাড়ে তিন বছরের মাথায় সোনার বাংলা গড়ার দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছেন বঙ্গবন্ধু। তাকে হত্যার মধ্য দিয়ে দেশের উন্নয়ন অগ্রযাত্রা ব্যাহত করা হয়েছে। অনেক চড়াই-উতরাই পেরিয়ে সংগ্রাম করে বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশ উন্নয়নের ধারায় ফিরেছে। যে বাংলাদেশ ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে চিহ্নিত ছিল আজকে সেই বাংলাদেশ বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেল।

আজ শনিবার (১৬মার্চ) সকালে ভেড়ামারা উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের মাধবপুর এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্থ কৃষক পরিবারের মাঝে খাদ্য সামগ্রী ও সহায়তা প্রদানকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি একথা বলেন।

তিনি বলেন, শেখ হাসিনা উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত করেছেন। একসময় এই এলাকাটি চর এলাকা ছিল। এখন রাস্তা ঘাটসহ এলাকায় অনেক পাকা বাড়ী হয়েছে। এলাকার মানুষের উন্নয়ন হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ

হাসিনা ক্ষুধামুক্ত এবং দারিদ্র্যমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে কাজ করে যাচ্ছেন বলেই এই উন্নয়ন সম্ভব হয়েছে।

আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ-এমপি আরও বলেন, এমন ভয়াবহ আগুন যা আগে কখনো দেখিনি এই এলাকাবাসী।ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের উদ্দেশ্যে তিনি বলেন, আপনারা ভেঙে পড়বেন না মনোবল হারাবেন না। আপনাদের ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য যা যা করণীয় তাই করতে আমরা চেষ্টা চালিয়ে যাবো। এনজি থেকে যারা লোন নিয়েছেন আগামী ৬ মাসে কোন কিস্তির টাকা দেওয়ার জন্য চাপ প্রয়োগ না করে বিষয় টি দেখতে জেলা প্রশাসককে অনুরোধ করেন তিনি। একইসাথে বিনাসুদে ঋণ প্রদান করে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা যেন ক্ষতি পুষিয়ে উঠতে পারে এজন্য সংশ্লিষ্টদের প্রতি আহবান জানান।

বিশেষ অতিথির বক্তব্যে কুষ্টিয়া-২ (ভেড়ামারা-মিরপুর) আসনের সংসদ সদস্য মোঃ কামারুল আরেফিন বলেন, অগ্নিকান্ডের ঘটনার সময় আমি ভেড়ামারা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ থাকা অপারেশন থিয়েটার চালুর অনুষ্ঠানে ছিলাম। এলাকার মানুষের জন্য হাসপাতালের অপারেশন চালুর পর এক প্রসুতি মায়ের সিজারিয়ান অপারেশনের মাধ্যমে নবজাতককে কোলে নিয়ে যখন আনন্দ উল্লসিত করছও ঠিক তখনই এই অগ্নিকাণ্ডের সংবাদ পেয়ে আমি নিজে ছুটে যায়। এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে কাজ করি। একেএকে ফায়ার সার্ভিসের বারোটি ইউনিটের মাধ্যমে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হই। ততক্ষণে পুড়ে ছারখার হয়ে যায় হাজারো কৃষকের স্বপ্ন। এরপর আমরা ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের পাশে দাঁড়াতে আমাদের নেতা বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ এমপির পরামর্শে এবং সহায়তায় তাদের পাশে দাঁড়াতে পেরেছি। আমরা আজকে ৫০০ ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে খাদ্য সামগ্রী, শাড়ী, লুঙ্গি ও প্রত্যেককে দুই হাজার টাকা দিচ্ছি। এবং আমি কথা দিচ্ছি আগামী ঈদের সামনে বাকী ৩৬৬ জন ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মাঝে এমন সহায়তা প্রদান করবো পাশাপাশি এসব কৃষকরা যেন ক্ষতি কাটিয়ে পারে তার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবো ইনশাআল্লাহ।

অনুষ্ঠানে কুষ্টিয়া-২ (ভেড়ামারা-মিরপুর) আসনের সংসদ সদস্য মোঃ কামারুল আরেফিন-এমপি, কুষ্টিয়ার জেলা প্রশাসক মোঃ এহেতেশাম রেজা, ভেড়ামারা উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব মোঃ রফিকুল আলম চুনু, ভেড়ামারা উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আক্তারুজ্জামান মিঠু, ভেড়ামারা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) আকাশ কুমার কুন্ডু, মিরপুর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান

ভারপ্রাপ্ত আবুল কাশেম জোয়ার্দার, জেলা পরিষদের প্যানেল চেয়ারম্যান আবু হেনা মোস্তফা কামাল, ভেড়ামারা উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার বীর মুক্তিযোদ্ধা আলম জাকারিয়া টিপু ও বাহাদুরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল রানা পবন প্রমুখ।

পরে ক্ষতিগ্রস্ত ৫০০ পরিবারের প্রত্যেককে চাল, ডাল, তেল, খেজুর, সেমাই, চিনি, ছোলা, শাড়ী, লুঙ্গিসহ দুই হাজার নগদ টাকা প্রদান করা হয়।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় আগুনে পুড়লো শতশত বিঘা পানবরজ

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেছে কয়েকটি গ্রামের শতশত বিঘার পানের বরজ। আজ রবিবার দুপুরে উপজেলার রায়টা পাথরঘাটা গ্রামে ভয়াবহ এ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। খবর পেয়ে ভেড়ামারা ও মিরপুর ফায়ার সার্ভিসের দুটি ইউনিট আগুন নিয়ন্ত্রণে কাজ করছে।

গোসাইপাড়া এলাকার বয়ষ্ক আবদুল লতিফ বলেন, দুপুর দেড়টার দিকে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। ১০ মিনিটের মধ্যে পুরো মাঠে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। মুহুর্তেই কয়েকশো বিঘার ওপরে পানের বরজ পুড়ে গেছে। সব পানের বরজ পুড়ে গেছে। কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে বলেও জানান তিনি। তবে এখনও আগুন নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি।

ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকরা বলেন, হঠাৎ পানের বরজে আগুন দেখতে পাই আমরা। কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন পার্শ্ববর্তী ক্ষেতগুলোতেও ছড়িয়ে পড়ে। ১০০ বিঘা পানের বরজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আগুনের লেলিহান শিখা দাউদাউ করে জ্বলছে। পানবরজ পুড়ে আশেপাশের বসতবাড়ীতেও জ্বলছে এ আগুন।

ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক রফিকুজ্জামান বলেন, আগুন নিয়ন্ত্রণে ভেড়ামারা, কুষ্টিয়া, কুমারখালী, মিরপুর, ঈশ্বরদী, মেহেরপুর ও চুয়াডাঙ্গা থেকে ফায়ার সার্ভিসের টিম কাজ করেছে। আগুন দুই কিলোমিটার ছড়িয়ে পড়ে। দাউদাউ করে জ্বলে ওঠো।

কুষ্টিয়া ফায়ার সার্ভিসের সহকারী পরিচালক জানে আলম জানান, দুপুরে রায়টা পাথরঘাট মাঠের একটি পানের বরজে আগুন লাগে। পরে পাশের বরজেও আগুন ছড়িয়ে পড়ে। এভাবে পুরো মাঠে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। তবে ওই এলাকায় পানি না থাকায় আমাদের রিজার্ভ পানি দিয়ে আগুন নেভানোর চেষ্টা করছিলাম। এছাড়া প্রচণ্ড বাতাসের কারণে আগুন নেভাতে বেগ পেতে হয়েছে। আগুন এখন নিয়ন্ত্রণে রয়েছে।

বাহাদুরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল রানা জানান, রায়টা থেকে শুরু করে রায়টা, মাধবপুর ও গোসাইপাড়া এলাকার কয়েকশত বিঘা পানের বরজ পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। আগুনে কয়েক কোটি টাকার ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা করছি।

এদিকে ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন কুষ্টিয়া ২ আসনের সংসদ সদস্য কামারুল আরেফিন, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা ইউএনও আকাশ কুমার কুন্ডু।

ভেড়ামারায় অবৈধ প্রক্রিয়ায় গুড় তৈরী: দুইটি প্রতিষ্ঠানকে জরিমানা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় অবৈধ প্রক্রিয়ায় অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গুড় প্রক্রিয়াকরণ, সংরক্ষণ এবং বাজারজাত করায় দুইটি প্রতিষ্ঠানকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা আদায় করা হয়েছে।

সোমবার দুপুরে উপজেলার জুনিয়াদহ বাজার ও মালিপাড়া এলাকায় এই অভিযান পরিচালনা করা হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর কুষ্টিয়ার সহকারী পরিচালক সুচন্দন মন্ডল।

তিনি জানান, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে গুড় সংরক্ষণ, অবৈধ প্রক্রিয়ায় আখের গুড় তৈরির অপরাধে ভেড়ামারা উপজেলার জুনিয়াদহ বাজার ও মালিপাড়া এলাকায় অভিযান চালিয়ে রানা গুড় আড়ৎ এর মালিক আব্দুল

গনিকে ৩০ হাজার টাকা এবং আরব আলী গুড়ের কারখানা মালিককে ২০ হাজার টাকা জরিমানা আরোপ ও আদায় করা হয়। একইসাথে প্রক্রিয়াজাত করা গুড় ধ্বংস করা হয়।

তিনি আরও বলেন, অবৈধ প্রক্রিয়ায় পণ্য উৎপাদন বা প্রক্রিয়াকরণ মানুষের জীবন বা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতি হয় এমন কোনো প্রক্রিয়া- যা আইন বা বিধির অধীন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। নিম্নমানের গুড় তৈরি যারা করেন তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চলবে বলেও জানান তিনি।

এসময় জেলা স্যানিটারি ইন্সপেক্টর মোঃ আরাফাত আলী এবং আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারাতে নকল ব্যান্ডরোলযুক্ত বিড়ি জব্দ, গোডাউন সিলগালা

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারা থেকে বিপুল পরিমান নকল ব্যান্ডরোলযুক্ত বিড়ি, তামাক, বিড়ির লেবেল এবং নকল ব্যান্ডরোল জব্দ করে গোডাউন সিলগালা করে দিয়েছে কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনের আভিযানিক দল।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গতকাল শুক্রবার (১৯ জানুয়ারি) দুপুরে ভেড়ামারা উপজেলার বাহাদুরপুর ইউনিয়নের আড়কান্দি বাজার সংলগ্ন করিম বিড়ি ফ্যাক্টরিতে কাস্টমের যৌথ অভিযান পরিচালনা করে কাস্টমস এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনের কর্মকর্তারা।

অভিযানকালে করিম বিড়ি ফ্যাক্টরির গোডাউন থেকে ঘোষনা বহির্ভূত প্রক্রিজাতকরণ ৯২৬ বস্তা (প্রতি বস্তায় ৪০ কেজি) তামাক স্থানীয় বাহাদুরপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সোহেল রানা পবনের জিম্মায় ২ টি গোডাউন সিলগালা করা হয়। এছাড়াও ঘোষনা বহির্ভূত থাকায় ৯৯ বস্তা বিড়ির লেবেল বা পেটি বিড়ির পেপার, ১৪ বস্তা নকল ব্যান্ডরোলযুক্ত করিম বিড়ি এবং ৫ পেটি বা ২৫০০ সিট নকল ব্যান্ডরোল জব্দ করা হয়।

এ বিষয়ে বাহাদুরপুর ইউনিয়নের চেয়ারম্যান সোহেল রানা পবন বলেন, ‘অভিযান পরিচালনা করে ২টি গোডাউন সিলগালা করেছেন কর কর্মকর্তারা এবং বেশ কিছু তামাক, নকল ব্যান্ডরোল এবং বিড়ির পেপার জব্দ করে নিয়ে গেছেন।’